কন্যাশিশু বার্তা : জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১২

সম্পাদনা
নাসিমা আক্তার জলি

সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
অধ্যাপক লতিফা আকন্দ
জনাব মেহেদী হাসান

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম
৩/৭, আসাদ এভিনিউ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৮১১২৬২২, ৮১২৭৯৭৫
ফ্যাক্স: ৮১১৬৮১২
www.girlchildforum.org

এ সংখ্যায় যা থাকছে.....

- ❖ সম্পাদকীয়
- ❖ কেন্দ্রীয়ভাবে কন্যাশিশু দিবস উদযাপন
    - ➢ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ
    - ➢ রচনা প্রতিযোগিতা
    - ➢ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা
    - ➢ বিতর্ক প্রতিযেগিতা
    - ➢ গোলটেবিল বৈঠক

দেশব্যাপী কন্যাশিশু দিবস উদযাপন

ফোরামের সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে কন্যাশিশু দিবস পালন

সম্পাদকীয়ঃ

দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজন কন্যাশিশুদের অধিকার ও মর্যাদা দিয়ে গড়ে তোলা

প্রতিটি শিশুই পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা এবং বিকশিত হওয়ার অধিকার নিয়ে জন্মায়। কন্যাশিশুরাও জন্মায় সে অধিকার নিয়ে। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে নিজ নিজ মেধা ও মনন দ্বারা তারাও অবদান রাখতে পারে সমাজ এবং রাষ্ট্রে। বিশ্বের সর্বত্রই কন্যাশিশুরা তার প্রমাণও দিয়ে যাচ্ছে; কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলেশিশুদেরও তারা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরিবার ও সমাজে বিভিন্নভাবে অবহেলা ও বঞ্চনার কারণে কন্যাশিশুদের একটি বড় অংশের অবস্থার এখনও মৌলিক পরিবর্তন আসে নি।

বাংলাদেশের বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই কন্যাশিশুর জন্মকে দেখা হয় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে। ধরে নেয়া হয়, পুত্র মানেই বংশ রক্ষার একমাত্র পরিচায়ক আর কন্যা মানেই পরের সম্পত্তি। যে কারণে নিজ ঘর থেকেই শুরু হয় কন্যাশিশুদের বঞ্চনা। পরিবারে ছেলেশিশুদের যেভাবে যত্ন নেয়া হয় সে ভাগ্য জোটে না কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে। বরং গৃহস্থালী বিভিন্ন কাজের মধ্যেই তাদের সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। 'আইএলও' এর তথ্য মতে, বাংলাদেশে ৫-১৭ বছর বয়সী ৮০ লাখ শিশুশ্রমিকের ৭৩.৫ শতাংশই কন্যাশিশু।

অন্যদিকে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, বাল্যবিবাহ ও অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে কন্যাশিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা থেকে। যে কারণে তারা চিহ্নিত করা হচ্ছে সমাজের বোঝা হিসেবে। অর্থাৎ কন্যাশিশুরা বিকাশের সুযোগ না পেলে এবং বঞ্চনার শিকার হলে সমাজ ও পরিবারে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।

এ রকম একটি অবস্থায় যেসব কন্যাশিশু শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে তারাও থাকছে নিরাপত্তাহীনতায়। মানবাধিকার সংগঠন অধিকার এর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ২০১২ সালে মোট ৮০৫ জন নারী ও কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৪৭৩ জন কন্যাশিশু। ধর্ষনের পর হত্যা করা হয়েছে ৭০ জনকে।

বাংলাদেশে কন্যাশিশু ও নারীর প্রতি যৌন হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে আইন রয়েছে। শিশু পাচার, ধর্ষণ ও এসিড নিক্ষেপের জন্যও রয়েছে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। কিন্তু এ আইনগুলোর যথাযথ প্রয়োগের না থাকায় পার পেয়ে যাচ্ছে অপরাধীরা। অথচ আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদের ৬ নং ধারায় স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র শিশুর জীবন রক্ষা ও পূর্ণ বিকাশে সকাল প্রকার দায়িত্ব পালন করবে'। এছাড়া ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকল শিশুর মৌলিক ও মানবিক প্রয়োজন পূরণ আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকারও বটে।

এ অঙ্গীকার পালনে প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। একই সাথে যে কোন ধরণের যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে একই ধরণের অপরাধে কেউ প্রবৃত্ত না হয়।

অন্যদিকে কন্যাশিশুদের বিকাশ লাভের জন্য নিশ্চিত করতে হবে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও পুষ্টি। তাদের গড়ে তুলতে হবে অধিকার ও মর্যাদা দিয়ে এবং সৃষ্টি করতে হবে তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের পরিবেশ। এসব ক্ষেত্রে সবার আগে আমাদের সরকারকেই আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু। এর মধ্যে ৪৮% হল কন্যাশিশু। এ বিপুল পরিমান জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে কোনভাবেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য আমাদের সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে 'কন্যাশিশুর অগ্রগতি: বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'।

একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কন্যাশিশুদের প্রতি দু'হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে প্রতিটি কন্যাশিশুই হতে পারবে অনন্য একজন সফল নারী; জাতীয় জীবনে পালন করতে পারবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করাই 'জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম' এর মূল লক্ষ্য।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১২: কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান

'কন্যাশিশুর অগ্রগতি: বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২ অক্টোবর, ২০১২ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-এর যৌথ উদ্যোগে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হলো জাতীয় কন্যাশিশু দিবস।

বর্ণাঢ্য র‍্যালির মধ্য দিয়ে দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান শুরু হয়। র‍্যালি উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি। অংশগ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব তারিক-উল-ইসলাম, সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব শেখ আব্দুল আহাদ-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, জনাব মোঃ নূরুজ্জামান-পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ড. বদিউল আলম মজুমদার-সভাপতি, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, অধ্যাপক লতিফা আকন্দ- সহ-সভাপতি এবং জনাব নাছিমা আক্তার জলি-সম্পাদক, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম। এছাড়া ঢাকা শিশু একাডেমী'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং ৫৬টি সংগঠনের প্রতিনিধিসহ সহস্রাধিক অংশগ্রহণকারী কন্যাশিশুর অধিকার সম্বলিত শ্লোগানে শ্লোগানে র‍্যালিটিকে মুখরিত করে তোলে।

ছবি: কন্যাশিশু দিবসের র‍্যালি অংশ নেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি।

পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী টমটম গাড়িতে সজ্জিত র‍্যালিটি শাহবাগের জাতীয় জাদুঘর থেকে শুরু হয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে ড. বদিউল আলম মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব তারিক-উল ইসলাম-সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শেখ আব্দুল আহাদ-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, জনাব মোঃ নুরুজ্জামান-পরিচালক বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, অধ্যাপক লতিফা আকন্দ- সহ-সভাপতি, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, জনাব রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা-বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, জনাব কামরুন্নেসা হাসান-সাবেক উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং মাসহুদা খাতুন শেফালী-নির্বাহী পরিচালক, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলি।

স্বাগত বক্তব্য প্রদানকালে দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে ফোরাম সম্পাদক বলেন, কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষার ব্যাপারে পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যেসব উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে তা পর্যাপ্ত নয়। এজন্য প্রয়োজন আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অবস্থান থেকে একজন সক্রিয় নাগরিকের ভূমিকা পালন করা। পারিবারিক পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টিসহ তাদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করা।

আলোচনাপর্বে বিশেষ অতিথি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনাব তারিক-উল-ইসলাম আশাবাদ প্রকাশ করে বলেন, কন্যাশিশুরা সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে পেছনে ফেলে তাদের মেধা ও মনন কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

শিশু একাডেমীর চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল আহাদ আহ্বান জানান, কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করতে হলে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান অচলায়তন ভাঙ্গতে হবে ।

শিশু একাডেমীর পরিচালক জনাব মোঃ নুরুজ্জামান বলেন, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমান অবদান রাখতে হবে। অন্যথায় সমাজের অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হবে। তাই কন্যাশিশু ও ছেলেশিশু উভয়েরই সমানভাবে যত্ন নিতে হবে।

অধ্যাপক লতিফা আকন্দ বলেন, শিশুদেরকে মর্যাদা দিতে হবে এবং তাদের মধ্যে যে অফুরন্ত শক্তি রয়েছে, সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। জনাব মাসহুদা খাতুন শেফালী বলেন, আমাদের কন্যাশিশুরা এখন তাদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে অনেক বেশি সচেতন। এটা শুভ লক্ষণ।

সঙ্গীতশিল্পী জনাব রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা বলেন, প্রকৃতিগতভাবেই নারী কল্যাণী শক্তির অধিকারী। নারীর ধৈর্য্য, ধারণক্ষমতা এবং সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জনাব কামরুন্নেসা হাসান বলেন, আগামী দিনের নেতৃত্বে আসবে আজকের শিশুরা। তাই তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে হবে এবং তাদের বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

ফোরাম সভাপতি ড. বদিউল আলম মজুমদার তার বক্তব্যে বলেন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্র শৈশব থেকেই তৈরি করতে হবে। এ জন্যে কন্যাশিশুর নির্বিঘ্নে বেড়ে ওঠার জন্য পারিবারিক ও সামাজিক বৈষম্যহীন, বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

অনুষ্ঠানে অপরাজেয় বাংলাদেশের কিশোরী সিলভিয়া আক্তার, পিএসটিসি'র তানিয়া আক্তার এবং বরিশাল থেকে আগত মাহবুবাহ আহমেদ তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে বলে, সমাজে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা বিদ্যমান থাকার কারনে কন্যাশিশু এবং নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে, পাশাপাশি কন্যাশিশুদের প্রতি বঞ্চনা দূর করার জন্য যে সব উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, সেখানে ছেলেশিশুদেরকেও সঙ্গী করতে হবে। একই সাথে তারা পরিবার এবং সরকারের কাছে নিরাপদ পরিবেশ পাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে। তারা মনে করে, পারিপার্শ্বিক অনুকূল পরিবেশ পেলেই একজন কন্যাশিশু তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিপূর্ন বিকাশ ঘটাতে পারবে। আর এই বিকাশ ঘটাতে পারলেই কন্যাশিশু তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে এবং বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারবে।

সভার একপর্যায়ে দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত ২২ জন বিশিষ্ট লেখকের লেখা সম্বলিত বিশেষ প্রকাশনা 'কন্যাশিশু - ৮' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মোড়ক উন্মোচন পর্ব শেষে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত রচনা প্রতিযোগিতা এবং

কেন্দ্রিয়ভাবে ঢাকা শিশু একাডেমীতে অনুষ্ঠিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুদের হাতে পুরস্কার হিসেবে বই, সার্টিফিকেট ও ক্রেষ্ট তুলে দেয়া হয়।

ঢাকা আহছানিয়া মিশন, অপরাজেয় বাংলাদেশ, আরএসসি, এএসডি, পিএসটিসিসহ ফোরামের সদস্য ও সহযোগি সংগঠন এর অংশগ্রহণকারীদের পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ছবিঃ জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১২, পোষ্টারের মোড়ক উন্মোচন করে দেখাচ্ছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০১২ উপলক্ষে ২ অক্টোবর দৈনিক সমকাল পত্রিকায় একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও প্ল্যান বাংলাদেশের সহায়তায় ক্রোড়পত্রটি প্রকাশিত হয়। এতে, মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এম.পি, সচিব তারিক-উল-ইসলাম, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সভাপতি ড. বদিউল আলম মজুমদার, প্ল্যান বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মায়রনা রেমাটা ইভোরা,

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী-এর চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল আহাদ তাঁদের মূল্যবান বাণী প্রদান করেন এবং ফোরাম সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলি'র দিবস সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ হয়।

ক্রোড়পত্রটি প্রকাশের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কন্যাশিশুদের অধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়। সামাজিক ও পারিবারিকভাবে কন্যাশিশুরা যেন নিরাপদে তাদের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ লাভ করে এর মাধ্যমে সেই প্রত্যাশা ফুটে ওঠে।

রচনা প্রতিযোগিতা

পঞ্চম থেকে সপ্তম এবং অষ্টম থেকে দশম এই দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১২ উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রচনার বিষয় ছিল 'কন্যাশিশুর অধিকার ও নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি, নারী উন্নয়নের ভিত্তি'। দু'টি গ্রুপে মোট ১১৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রী রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। দুই গ্রুপ থেকে ১৩ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। সদস্য সংগঠন কারিতাস বাংলাদেশ রচনা প্রতিযোগিতার সার্বিক কার্যক্রমকে সফলভাবে সম্পন্ন করার সহয়তা প্রদান করে।

ছবিঃ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী শিশুদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমী'র যৌথ উদ্যোগে গত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২ দুপুর ৩.০০টায় অনুষ্ঠিত হয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্কুল এবং প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৪২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী এই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এখানে বিভিন্ন সংগঠনের অনানুষ্ঠানিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রোগ্রাম অফিসার (চারুকলা) জনাব সামিনা নাফিজ সহ আরও দু'জন বিচারক। চারটি গ্রুপে ভাগ করে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়।

ছবিঃ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী শিশুরা গভীর মনোযোগে অঙ্কনে ব্যস্ত।

'ক' গ্রুপ ৩-৬, 'খ' গ্রুপ- ৭-৯, 'গ' গ্রুপ ১০-১২ এবং 'ঘ' গ্রুপ ১৩-১৬ বছর। চিত্রাঙ্কণের বিষয় ছিল; উন্মুক্ত, বৈশাখে বাংলা, আমার স্বপ্নের বাংলাদেশ ও কৈশোর ভাবনা। 'ক' গ্রুপে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে শশী, সুমাইয়া আক্তার সাথী এবং অনন্যা পোদ্দার। 'খ' গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে হোসেন মীম, ঝর্ণা আক্তার ও আসনুভা শাহরীন বিনীতা। 'গ' গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে হাফিজা আক্তার, আর্নিকা তাহমীন (বর্ষা) এবং জান্নাতুল ফেরদোসী মৌ এবং 'ঘ' গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে মোঃ রুমানুজ্জামান (অনিক), নুর ইসলাম রিপন এবং শায়লা আক্তার উর্মি। কন্যাশিশু দিবসে বিজয়ীদের হাতে সার্টিফিকেট, ক্রেষ্ট ও বই তুলে দেয়া হয়।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

৬ অক্টোবর, ২০১২ শিশু সপ্তাহের শেষ দিন জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির যৌথ উদ্যোগে সংসদীয় পদ্ধতিতে সচেতনতামূলক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিতর্কের বিষয় ছিল 'শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে যৌথ পরিবারের ভূমিকা প্রধান'। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি'র হলরুমে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় সরকারি দল হিসেবে অংশ নেয় দেশের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এসএফএক্স গ্রীন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং বিরোধী দল হিসেবে অংশগ্রহণ করে ওয়াইডাব্লিউসিএ হায়ার সেকেন্ডারী গার্লস স্কুল। উভয় দলে মোট ১০জন বিতার্কিক অংশ নেয়।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মেহের আফরোজ চুমকী এমপি-সভাপতি, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব তারিক-উল-ইসলাম-সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। পর্যালোচক হিসেবে অংশ নেন ড. বদিউল আলম মজুমদার-সভাপতি, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, অধ্যাপক আমেনা মহসিন-আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনাব রোকেয়া প্রাচী-বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও সমাজসেবক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব এবং সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি'র চেয়ারম্যান জনাব হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলি।

ছবি: বিতর্ক প্রতিযোগীতা চলছে। সামনে উপবিষ্ট বিচারক প্যানেল ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

বিতার্কিকদের আলোচনা এবং যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে উঠে আসে, শিশুর বিকাশে যৌথ পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। তাদের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ অত্যন্ত জরুরি। ফোরাম সম্পাদক স্বাগত বক্তব্যে বলেন, যুক্তি হচ্ছে সমাজ বিনির্মাণের হাতিয়ার, যা দিয়ে নিজস্ব মতামত সহজভাবে উপস্থাপন করা যায়। যুক্তি বুদ্ধিমত্তাকে বিকশিত করে। প্রতিটি শিশু, বিশেষ করে কন্যাশিশুর সুষ্ঠু বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য অনকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

প্রধান অতিথি জনাব মেহের আফরোজ চুমকী বলেন, শিশুর বিকাশে পরিবারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পরিবার থেকেই একটি শিশুর ইতিবাচক মূল্যবোধ, মানবিক গুণাবলী এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয়। ফলে শিশুর ব্যাপারে পরিবারকে বিশেষ যত্নশীল হতে হবে।

বিশেষ অতিথি সচিব জনাব তারিক-উল-ইসলাম বলেন, শিশুর বিকাশের জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যেমন- দেশের ৬৪টি জেলায় শিশুর বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান, শিশুর বিকাশের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই মাতৃত্বজনিত ছুটি ৪ মাস থেকে বর্ধিত করে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়াও সমগ্র দেশে মোট ৪৪ টি সরকারি ডে-কেয়ার সেন্টার রয়েছে।

ফোরাম সভাপতি ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, শিশুদের জন্য অনুকূল এবং সহায়ক পরিবেশ প্রয়োজন- সেটা নিশ্চিত করতে পরিবারের পাশাপাশি রাষ্ট্রকে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশুকে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে। স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে দিলে তারা স্বনির্ভর হতে পারবে।

অধ্যাপক লতিফা আকন্দ তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমরা সবসময় শৈশবকে উপেক্ষা করি। শিশুর স্বপ্নকে উপেক্ষা করলে তার বিকাশ বাধাগ্রস্থ হবে। শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে।

শিশুর আলাদা মনস্তত্ত্ব রয়েছে উল্লেখ করে, অধ্যাপক আমেনা মহসিন বলেন, আমাদের সংস্কৃতিতে কন্যাশিশু ও ছেলেশিশুর কাজ ও আচরণে বিভাজন করা হয়েছে, যা সমাজের অগ্রগতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে, বর্তমানে শিশুরা তাদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারছে – এটা শুভ লক্ষণ।

বিশিষ্ট অভিনেত্রী জনাব রোকেয়া প্রাচী বলেন, শিশু বিকাশে গণমাধ্যম তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে না। আমাদের শিশু নীতিও শিশু বান্ধব নয়। আমাদের এখনই শিশু নীতিতে সংশোধনী আনা প্রয়োজন।

সভাপতি ও সঞ্চালক জনাব হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বিতার্কিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশুনা করেও তারা বাংলা বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে – এটা একটা প্রশংসনীয় কাজ। কারণ, ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশুনা করলেও বাংলাভাষাকে যে আমাদের সন্তানরা ভুলে যায় না – এটা তার একটা বড় প্রমাণ।

গোলটেবিল বৈঠক

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম এবং সিসিডিবি'র যৌথ উদ্যোগে ৪ অক্টোবর ২০১২ জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'সম্পত্তিতে নারীর অভিগম্যতা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মানবাধিকারের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ড. শাহ আলম-ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ল' কমিশন। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক মাসুম বিল্লাহ-আইন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট রেহেনা সুলতানা- পরিচালক, লিগ্যাল এইড, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি এবং এডভোকেট নিলুফার বানু। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর এবং কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সভাপতি ড. বদিউল আলম মজুমদার।

ছবিঃ গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত আলোচক ও অতিথিবৃন্দ।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে জনাব মাসুম বিল্লাহ বলেন, নারী শিক্ষা বিস্তার, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে কিছুটা অগ্রগতি হলেও বাংলাদেশে সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা এখনও সম্ভব হয়নি। যেখানে একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই উত্তরাধিকার আইনে নারীর সমঅধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, সেখানে শুধু বাংলাদেশের মতো কিছু দেশে এখনও পর্যন্ত উত্তরাধিকার আইনে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। সম্পত্তির মালিকানায় নারীর প্রতি বৈষম্য হলো অন্যান্য খাতে বৈষম্যের সহায়ক। এটা দূর করতে পারলে তালাক, যৌতুক, নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি হ্রাস পাবে।

আলোচনায় বিশেষ অতিথি ড. শাহ আলম সিডও'র শর্ত সংরক্ষণ প্রত্যাহার এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আইনের সংস্কারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ করেন। অধ্যাপক লতিফা আকন্দ বলেন, নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে

হলে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পরিহার করতে হবে। এডভোকেট রেহেনা সুলতানা বলেন, অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন থাকার কারণে নারী চরমভাবে বৈষম্যের শিকার। নারী-পুরুষে সমতা না থাকলে কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। তাই জাতির অগ্রগতির স্বার্থে নারীর আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার তথা অর্থনৈতিক মুক্তি অত্যন্ত জরুরি। এডভোকেট নিলুফার বানু বলেন, আমাদের সমাজে নারীরা পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার। নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা তৈরি করার পাশাপাশি সমাজসৃষ্ট সুযোগসমূহে নারী-পুরুষের সমান অভিগম্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

স্বাগত বক্তব্যে ফোরাম সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলি বলেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক দলিল সিডও সনদ অনুমোদন করা সত্ত্বেও এই সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন এখনও হয়নি। ফলে নারীর সকল অধিকার, বিশেষ করে সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বেশ জটিল অবস্থায় আছে। নারীর ক্ষমতায়নের পূর্ব শর্ত হলো সিডও সনদের পূর্ণবাস্তবায়ন।

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, নারীরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বঞ্চণার শিকার হয়। এই বঞ্চণার মাশুল শুধু নারীরাই দেয় না পুরো পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে দিতে হয়। তাই সম্পদে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অভিগম্যতা অত্যন্ত জরুরি।

সভাপতির ভাষণে ড. মিজানুর রহমান বলেন, নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে যেসব উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব থাকার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসব উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের প্রধান করণীয় হলো, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যারা বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করা। তিনি আরও বলেন সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। বিশেষ করে ভূমির মালিকানা সমবায়ভিত্তিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রুপান্তরিত করতে পারলে, নারীর প্রতি সকল বৈষম্যের অবসান হবে।

দেশব্যাপী জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপন

নানা আয়োজনে রাজশাহীতে কন্যাশিশু দিবস পালন

র‍্যালি ও আলোচনা সভাসহ নানা আয়োজনে বৃহত্তর রাজশাহী জেলার ৮টি স্থানে পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১২। প্রায় ৫ হাজার মানুষ এ সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। কন্যাশিশুদের গুরুত্ব তুলে ধরে আলোচকরা বলেন, ছেলেশিশু ও কন্যাশিশুদের মৌলিক অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন সাংবিধানিক পার্থক্য নেই, তবুও সমাজ প্রতিনিয়ত এই পার্থক্যটি করে চলেছে। যা কোন অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজের এই ভ্রান্ত মানুষিকতা পরিবর্তন করতে হবে। এ সমস্ত কর্মসূচিতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, অভিভাবক, শিক্ষক, চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সিরাজগঞ্জে ডিডিপির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো র‍্যালি ও আলোচনা সভা

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষ্যে সিরাজগঞ্জ জেলায় মিরপুর উচ্চ বিদ্যালয় হতে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন ডিডিপির নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানা। র‍্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। পরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

নওগাঁয় সদর উপজেলাসহ ১১টি ইউনিয়ন পরিষদে একই সময়ে কন্যাশিশু দিবস পালন

নওগাঁ জেলার সদর, পত্নীতলা, মহাদেবপুর, শিহারা, আমাইড়, ঘোষনগর, নজিপুর, পাটিচড়া, কৃষ্ণপুর, মাটিন্দর, আকবরপুর, দিবর, নিরমইল ইউনিয়নে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, কুইজ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, র‍্যালি ও আলোচনা সভা। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, উন্নয়নকর্মী, সাংবাদিক, স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ, স্থানীয় জনগণ, সুজন এর নেতৃবৃন্দ, উজ্জীবক, নারীনেত্রীসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এসকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা, সমাজে তাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং কন্যাশিশুদের বিকাশের জন্য করণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পাবনায় কন্যাশিশুদের শিক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান

পাবনা জেলার সদর, ঈশ্বরদী, সাগরকান্দি, দুলাই, সুজানগর ইউনিয়নে কন্যাশিশুদের গুরুত্ব তুলে ধরে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১২ পালন করা হয়। দিবস উপলক্ষে প্রায় ১ হাজার লোক এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। জেলা মহিলা ও শিশু বিয়য়ক কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পুলিশ সুপার, শিক্ষকসহ সকলস্তরের জনগণ এ সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব আব্দুল আওয়াল এর সভাপতিত্বে পাবনা সদরে এবং চেয়ারম্যান মো: সিরাজুল ইসলাম শাজাহানের সভাপতিত্বে সুজানগর উপজেলার দুলাই ইউনিয়নে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভাগুলোতে কন্যাশিশুদের শিক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপস্থিত অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ করানো হয়।

নাটোরে ইভটিজিং বন্ধে স্থানীয় জনগণকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান

নাটোর পৌরসভা, গুরুদাসপুর উপজেলার ধারাবরিষা ইউনিয়নসহ মোট ৭টি স্থানে কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে এ সকল কর্মসূচি পালন করা হয়। পৌর মেয়র, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ সকল কর্মসূচিতে অংশ নেয়। আলোচনা সভায় বক্তাগণ কন্যাশিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে ইভটিজিং বন্ধে প্রশাসনের পাশাপাশি সকল পর্যায়ের জনগণকে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান।

বরিশালের বাবুগঞ্জে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টির আহ্বান

কন্যাশিশু ও ছেলেশিশুর মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দুর করে সমতাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নবাসী। কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আয়োজন করা হয় র‍্যালি ও আলোচনাসভা। ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সাবেক চেয়ারম্যান, বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও নারীনেত্রীসহ প্রায় ৩৫০জন অংশগ্রহণকারী কর্মসূচিসমূহে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় বক্তাগণ ছেলে ও কন্যাশিশু দের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে স্থানীয় জনগণের সাথে উঠান বৈঠকের আয়োজন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার চাড়শী ইউনিয়নে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় আলোচকবৃন্দ কন্যাশিশুদের সামাজিক নিরাপত্তাসহ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য অভিভাবক ও শিক্ষকগণের প্রতি আহ্বান জানান। এ লক্ষ্যে ইউনিয়নের বিভিন্ন পাড়ায় উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্ট করবেন বলে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ অঙ্গীকারাবদ্ধ হন ।

জন্মনিবন্ধন এবং গাছ লাগানোর প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করল বরিশালের কাশিপুর ইউনিয়নবাসী

সমাজ এবং সভ্যতার বিকাশে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু সমাজ নারীর সক্ষমতাকে কাজে না লাগিয়ে অবদমিত করছে। এর ফলে নারীরাই শুধু নয় জাতি হিসেবেও আমরা পিছিয়ে পড়ছি। সমাজের এই ভুল কৌশল থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। নারীর সক্ষমতা বিকাশে সহায়ক পরিবেশ তৈরী করতে হবে। কন্যাশিশুদের প্রতি অধিক যত্নশীল হতে হবে। তারা যেন বৈষম্যের শিকার না হয়, সেটি পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নিশ্চিত করতে হবে। এই সকল অভিব্যক্তি ও প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে বরিশাল জেলার সদর উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপিত হয়। সভায় শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলে ইউনিয়নের সকল শিশুর জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করা এবং কন্যাশিশুদের ভবিষ্যত বিনির্মাণে তাদের জন্য বিনিয়োগ হিসেবে গাছ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

ঝালকাঠীতে শিশুতোষ ছবি প্রদর্শন ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাসহ নানামূখী কর্মসূচি গ্রহণ

ঝালকাঠী জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শেষ হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১২। কর্মসূচিসমূহের মধ্যে ছিলো র‌্যালি, আলোচনা সভা, শিশুতোষ ছবি প্রদর্শন এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। প্রায় ৪০০ ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণে উক্ত কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। র‌্যালি ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জেলা প্রশাসক। এছাড়াও জেলা পুলিশ সুপার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, নারীনেত্রীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে উপস্থিত শিশুদের বিনোদনের জন্য শিশুতোষ চলচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

মাদারীপুরে কন্যাশিশু র প্রতি বৈষম্য দূর করতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কন্যাশিশুদের প্রতি প্রচলিত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহব্বান জানিয়ে শুরু হয় কন্যাশিশু দিবসের কার্যক্রম। মাদারীপুর জেলায় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে প্রায় ৪ শতাধিক কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী এবং বিভিন্ন বয়সের নারী-পূরুষের সমন্বয়ে মাদ্রা স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব লোকমান হোসেন এবং নারীনেত্রী জনাব আনোয়ারা রাজ্জাকের নেতৃত্বে একটি র‌্যালি শহর প্রদক্ষিণ করে। র‌্যালি শেষে আলোচনা সভা শুরু হয় "স্বাধীনতা অংগন" প্রাঙ্গনে। আলোচনা সভায় বক্তাগণ আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে কন্যাশিশুদের লেখাপড়া শেখানোর প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষ করে বর্তমান তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে তাদের বিজ্ঞানমনষ্ক করে গড়ে তুলতে হবে বলে সকলে ঐক্যমত পোষণ করেন। মাদারীপুর সদর উপজেলা ছাড়াও আরও পাঁচটি ইউনিয়ন- পেয়ারপুর, ঝাউদি,ঘটকমাঝি,চিকুন্দি ও চড়বাড়িয়ায় দিবসটি উদযাপিত হয়।

সিলেটের কমলগঞ্জে বাল্যবিবাহকে না

সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গলের কমলগঞ্জ ইউনিয়নে সাড়ম্বরে কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও শপথবাক্য পাঠের আয়োজন করা হয়। আলোচনা শেষে কমলগঞ্জ ইউনিয়নের ১০০ জন ছাত্রী বাল্যবিবাহের শিকার না হবার প্রত্যয় ব্যক্ত করে শপথবাক্য পাঠ করে এবং শিক্ষাজীবন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বৈবাহিক জীবন শুরু করবে না বলে ঘোষণা দেয়। এছাড়াও এলাকায় কোথাও কোন বাল্যবিবাহ সংগঠিত হতে যাচ্ছে দেখলে, তারা তা প্রতিরোধ করার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

মৌলভীবাজারে কন্যাশিশুর বেড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার কালাপুর ইউনিয়নে র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১২। র‍্যালিতে বিভিন্ন স্কুল থেকে আসার শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। পরে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তাগণ কন্যাশিশুর বেড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং তাদের জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তারা।

সুনামগঞ্জের চরমহল্লায় কন্যাশিশুর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন

সুনামগঞ্জ জেলাধীন ছাতক উপজেলার চরমহল্লা ইউনিয়নে র‍্যালি ও আলোচনা সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে চরমহল্লা উচ্চ বিদ্যালয়ে এসে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে উক্ত বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। চরমহল্লা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ২২০জন। ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি হওয়ার বিষয়টিকে বর্তমানে কন্যাশিশুদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে বলে বক্তাগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অভিভাবকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জাতিকে এগিয়ে নিতে হলে কন্যাশিশুকে গুরুত্বের সাথে দেখার আহ্বান

জাতীয় কন্যাশিশু দিবসকে ঘিরে ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার কালিকচ্ছ ইউনিয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। র‍্যালি দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। র‍্যালিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ইউনিয়ন পরিষদে এসে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কন্যাশিশুর শৈশব থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত-প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরা হয়। বক্তাগণ বলেন, কন্যাশিশুকে বাদ দিয়ে জাতীয় পরিবর্তন সম্ভব নয় এবং জাতিকে এগিয়ে নিতে হলে কন্যাশিশুকে গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে এবং ছেলেশিশুর পাশাপাশি কন্যাশিশুকে সমান সুযোগ প্রদান করতে হবে। আর এর ফলেই সম্ভব হবে দেশ ও জাতির উন্নয়ন।

নরসিংদীতে কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান

নরসিংদী জেলার মহিলা কল্যাণী গণকেন্দ্রের উদ্যোগে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি এবং আলোচনা সভা। বর্নাঢ্য র‍্যালিটি নরসিংদীর শতদল বালিকা বিদ্যালয় থেকে শুরু করে আর. এম উচ্চ বিদ্যালয়ে এসে শেষ হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ শতাধিক মানুষ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষায় পারিবারিকভাবে সবাই এগিয়ে আসবে – এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন।

নারায়ণগঞ্জে কন্যাশিশু দিবসে অনুষ্ঠিত হলো বিতর্ক অনুষ্ঠান

'কন্যাশিশুর অগ্রগতি : বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' এই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১২ উপলক্ষে গিয়াস উদ্দিন ইসলামিক মডেল স্কুল এন্ড কলেজে বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব হাজেরা রফিক, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গিয়াস উদ্দিন ইসলামিক মডেল স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন। অনুষ্ঠানে আলোচকগণ বলেন, যে কোন বৈষম্যই সমাজের জন্য ক্ষতিকর। আর নারী পুরুষের এই বৈষম্য আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে শ্লথ করে দিচ্ছে। আমরা বৈশ্বিক উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছি না। ফলে ক্রমান্বয়ে জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। এখনই সময় কন্যাশিশু ও নারীর প্রতি চলমান এই বৈষম্যকে রুখতে হবে। কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষার বিষয়ে অধিক যত্নশীল হতে হবে এবং তাদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ করাসহ সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আলোচনা শেষে একটি র‍্যালি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

মানিকগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে কন্যাশিশু দিবস পালন

'কন্যাশিশুর অগ্রগতি : বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' – এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মানিকগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস, ২০১২। দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল র‍্যালি, আলোচনা সভা, রচনা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ। ৩০শে সেপ্টেম্বর সদর উপজেলার মুলজান উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশের সহযোগিতায় দিঘী ইউনিয়ন পরিষদ র‍্যালি, আলোচনা সভা ও বিভিন্ন প্রতিযোগীতার আয়োজন করে। শুরুতেই একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি মুলজান হাই স্কুল মাঠ থেকে শুরু হয়ে বাগজান, ভাটবাউর প্রভৃতি গ্রাম প্রদক্ষিণ করে অনুষ্ঠান স্থলে এসে শেষ হয়। এ সময় শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র ইউনিয়ন। র‍্যালিতে দিঘী ইউনিয়নের ১৫টি বিদ্যালয়ের প্রায় তিন সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এরপর শুরু হয় আলোচনা সভা। সভায় দিঘী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান জনাব আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. বদিউল আলম মজুমদার। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য জনাব মফিজুল ইসলাম খান কামাল, সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সালেহা ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব কামরুন্নাহার, বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের জেলা সভাপতি জনাব তাজরানা ইয়াসমিন টুলু, অধ্যাপিকা শাহীন আখতার প্রমুখ । এছাড়া অনুষ্ঠানে অংশ নেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, জার্মানী ও সুইডেন থেকে আগত দি হাঙ্গার প্রজেক্টের একদল বিদেশী বন্ধু। সভায় বক্তাগণ কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রনোদণা পুরস্কার প্রদান করা হয়। স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমগুলি অনুষ্ঠানের খবর অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রচার করে।

এছাড়াও মানিকগঞ্জের গড়পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বানিয়াজুরী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভাটবাউর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেউথা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দেবেন্দ্র কলেজ ও সিংগাইর উপজেলায় দিবসটি পালিত হয়।

গাজীপুরে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কন্যাশিশু দিবস উদযাপন

গাজীপুর জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, জেলা শাখার উদ্যোগে এক ব্যতিক্রমী র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শিশুরা বিভিন্ন রঙিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে র‍্যালিতে অংশ নেয়। র‍্যালিটি গাজীপুর শহর প্রদক্ষিণ শেষে শহরের নাওভাংগা, পূর্ব মারিয়ালীস্থ আনন্দ স্কুলে এসে শেষ হয়। এরপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শতাধিক সুবিধাবঞ্চিত শিশু অংশগ্রহণ করে। শহরের বিভিন্ন এনজিও প্রধান, বিকশিত নারী

নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দ, কৃষিবিদ, আইনজীবি এবং ছাত্র-ছাত্রীসহ প্রায় পাঁচ শতাধিক অংশগ্রহণকারী উক্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। সমাজের বিবেকবান ও বিত্তবান মানুষকে এ সকল দুঃস্থ কন্যাশিশুদের পাশে এসে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান বক্তারা। তাঁরা আরও জোর দিয়ে বলেন, কন্যাশিশুরা যাতে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন লাভ করে এবং শতভাগ তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এ ব্যাপারে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

র‍্যালি, আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে যশোরে কন্যাশিশু দিবস পালন

'কন্যাশিশুর অগ্রগতি : বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে যশোর জেলার ১২টি স্থানে কন্যাশিশু দিবস-২০১২ পালিত হয়। এরমধ্যে ৬ অক্টোবর মণিরামপুর উপজেলার খানপুর ইউনিয়ণের গোপালপুর স্কুল এন্ড কলেজে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও আরসিইউ সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ রেজাউল করিম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন 'সুজন' এর মণিরামপুর উপজেলা কমিটির সভাপতি অরুন কুমার নন্দন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় আরসিইউ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও 'সুজন' মণিরামপুর উপজেলা কমিটির সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক আব্বাস উদ্দীন এবং গোপালপুর স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক অপূর্ব কুমার বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের ৩'শ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া ৯ অক্টোবর মণিরামপুর পৌরসভা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন স্থানীয় আরসিইউ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সুজন মণিরামপুর উপজেলা কমিটির সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক আব্বাস উদ্দীন। অনুষ্ঠানে ২শ ২০ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন আয়োজনে ঝিনাইদহে কন্যাশিশু দিবস পালন

ঝিনাইদহের মহেশপুর, ফতেপুর, কালীগঞ্জ, কোলা, নিয়ামতপুর, পাগলাকানাই, ফুরসুন্ডি ইউনিয়ন এবং ঝিনাইদহ সদরে কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে কুইজ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এ সকল কর্মসূচিতে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, উন্নয়নকর্মী, শিক্ষক, অভিভাবক, কিশোর-কিশোরী, ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল স্তরের জনগণ স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

পথনাটক মঞ্চস্থ হল রাজবাড়ীতে

রাজবাড়ি জেলার মৃগী, পাট্রা, রতনদিয়া, বালিয়াবান্দি, বহরপুর, জামালপুর ইউনিয়ন, পাংশা উপজেলা ও রাজবাড়ি জেলা সদরে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। দিবস উপলক্ষে

আয়োজন করা হয় পথনাটক, যেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৫০০ জন আবাল, বৃদ্ধ-বণিতা। তারা কন্যাশিশুদের সম্পর্কে অধিক যত্নশীল হওয়ার জন্য তাগিদ অনুভব করেন। স্থানীয় সংগঠন, সুজন, বিকশিত নারী নেটওযার্ক, ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার এবং কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম যৌথভাবে জেলার বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচিসমূহ পালন করে। মহিলা ও শিশুবিষয়ক কর্মকর্তা, স্কুল-কলেজের শিক্ষক এ সকল কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমাজ গঠনে কন্যাশিশুদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করা ও তাদের প্রতি বৈষম্য দূর করাই ছিলো এ সকল কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

ফরিদপুরে কন্যাশিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে বাল্যবিবাহ বন্ধের আহ্বান

জাতীয় কন্যাশিশু দিবসের আলোচনা সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারী কন্যাশিশুদের লেখাপড়া নিশ্চিত করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য সচেতনতা সৃষ্টির অঙ্গীকার করলেন ফরিদপুরবাসী। ফরিদপুর জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হয় এই আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় বক্তাগণ বলেন, বাল্যবিবাহের জন্য বেশিরভাগ কন্যাশিশুদের লেখপড়া বন্ধ হয়ে যায়, এটা সমাজে ব্যাধির মত জেঁকে বসেছে। বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে পারলেই সমাজে কন্যাশিশুদের লেখাপড়া চালিয়ে নেয়া অনেকটা নিশ্চিত করা যাবে। তাই, উপস্থিত সকলে অঙ্গীকার করেন- তারা কন্যাদের বাল্যবিবাহ দিবেন না এবং এলাকায় কোন বাল্যবিবাহ হতে দিবেন না। আলোচনা সভায় ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাসহ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, উন্নয়নকর্মী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে ব্যতিক্রমী আয়োজনের মধ্য দিয়ে কন্যাশিশু দিবস উদযাপন

বৃহত্তর খুলনা বিভাগের ৩৩টি স্থানে কন্যাশিশু দিবস উদযাপন করা হয়। আয়োজনসমূহের মধ্যে ছিলো বর্ণাঢ্য র‍্যালি, প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা এবং সমাবেশ। ৩৩টি স্থানের প্রায় প্রতিটি স্থানেই এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্কুল কলেজের শিক্ষকগণ এবং ছাত্রছাত্রীরা কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আলোচনা সভা ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যেমন- কবিতা আবৃত্তি, নাচ, গান এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। এ সকল পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে দিবসের তাৎপর্যকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলা হয়।

গাছের চারা উপহার এবং এগুলোর পূর্ণ মালিকানা প্রদানের ঘোষণা

খুলনার বাটিয়াঘাটা উপজেলার জলমা এবং বাগেরহাটের রামপাল ইউনিয়নে ১৫০টি পরিবারের অভিভাবকগণ নিজ উদ্যোগে কাঠের চারা সংগ্রহ করে এবং তাদের কন্যাদের উপহার দেন। আরও ঘোষণা প্রদান করেন যে, এগুলো কন্যাশিশুদের সম্পদ এবং ভবিষ্যতে এর পূর্ণ মালিকানা কন্যাদের থাকবে। এই উদ্যোগের ফলে প্রায় ১৫০ জন কন্যাশিশু তাঁদের ভবিষ্যত বিনির্মাণের পুঁজি অর্জন করেছে।

মা-বাবা নতুন বই উপহার দিলেন কন্যাশিশুদের

খুলনার তেরখাদা উপজেলার আজগড়া ইউনিয়নের ৪০টি পরিবারের বাবা-মায়েরা তাঁদের কন্যাশিশুদের বই উপহার দেন। এছাড়াও মা-বাবা দু'জনে একসাথে কন্যাশিশুদের নিয়ে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালি শেষে স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত আলোচনা সভায় অভিভাবকগণ শিক্ষকদের নিকট থেকে মানসম্মত শিক্ষা পাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। একইসাথে তাঁরা ঘোষণা প্রদান করেন, কন্যাদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন এবং কখনোই বাল্যবিবাহ দিবেন না।

কন্যাশিশু দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কিত প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় মায়েদের অংশগ্রহণ

কন্যাশিশু দিবসের গুরুত্ব, তাৎপর্য আত্মউপলব্ধিতে এনে আত্মস্থ করার জন্য খুলনার আড়ংঘাটা ইউনিয়নে মা সমাবেশে এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিগত ৪ বছরের কন্যাশিশু দিবসের লিফলেট, পোস্টারের আহব্বান কি ছিল, মূল থিম কি ছিল ইত্যাদির ওপর একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এলাকার ৭৫ জন মা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য ছিল, কন্যাশিশুদের গুরুত্ব, তাদের অধিকার এবং তাদের প্রতি চলমান বৈষম্যগুলো জানা এবং উপলব্ধি করা। প্রতিকারের জন্য পরিবার ও সমাজের করণীয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ভবিষ্যতে, বাবাদের নিয়েও এই ধরণের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে বলে সবাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ভবিষ্যত বিনির্মানে বেতাগা ইউনিয়নে কন্যাশিশু দের মাটির ব্যাংক উপহার

বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার বেতাগা ইউনিয়নে জাতীয় কন্যাশিশু দিবসে ৫০টি পরিবারের অভিভাবকগণ তাঁদের কন্যাশিশুকে মাটির ব্যাংক উপহার দেন। এটি তাঁরা তাদের কন্যাদের জন্য বিনিয়োগ এর প্রতিকী হিসেবে প্রদান করেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে, এর মাধ্যমে তাঁদের কন্যাদের জন্য নিয়মিত সঞ্চয় করবেন এবং কন্যাদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলবেন। চেয়ারম্যান- মেম্বারসহ সরকারি, বেসরকারি কর্মকর্তাগণ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ সকল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বের আলোকিত নারীদের জীবন ও কর্ম নিয়ে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন

আজকের কন্যাশিশু হতে পারে ভবিষ্যতের একজন মহিয়ষী নারী – তাই কন্যাশিশুদের শৈশব থেকেই বিশ্বনন্দিত নারীদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে। এ ভাবনা থেকে এবারের কন্যাশিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাগেরহাটের মোড়লগঞ্জ উপজেলার তেলিগাতী ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয় একটি বিশেষ সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা। বিশ্বের আলোকিত নারীদের জীবন ও কর্ম বিষয়ে প্রতিযোগিতাটির আয়োজন করা হয়। ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের তেলিগাতী ইউনিট, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ও স্থানীয় মহুয়া সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ ব্যতিক্রমী আয়োজন। উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়া ষাটগম্বুজ ও কাড়াকাড়া ইউনিয়নেও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়।

গোপালগঞ্জের শুয়াগ্রামে কন্যাশিশুর অপুষ্টি রোধের ঘোষণা

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার শুয়াগ্রাম ইউনিয়নে কন্যাশিশু দিবসে ১০০ জন কন্যাশিশুকে 'ভিটামিন এ' এবং কৃমির ঔষধ খাওয়ানো হয়। এর মধ্য দিয়ে বাবা-মায়েরা তাঁদের কন্যাশিশুদের অপুষ্টি রোধের ঘোষণা প্রদান করেন।

কন্যাশিশু দিবস ও নদী বাঁচাও আন্দোলন একই সূত্রে গাঁথা

নদীমাতৃক বাংলাদেশ। নদী ও নারীর জীবন একই সূত্রে গাঁথা। এ দেশের নারী ও কন্যাশিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা যেমন খারাপ, নদীর অবস্থা তেমনি ভয়াবহ। আমাদের কন্যাশিশুরা ঘর থেকে বের হলেই নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়। তেমনিই প্রতিনিয়ত দখল হয়ে যাচ্ছে আমাদের বহমান নদী। স্রোতস্বীনী নদী হারাচ্ছে তার বহমানতা। ফলে প্রতিনিয়ত মারা যাচ্ছে আমাদের নদী। তেমনি একটি মৃতপ্রায় নদের নাম পূরাতন ব্রহ্মপুত্র। ফলে বর্তমান সময়ে 'ব্রহ্মপুত্র বাঁচাও'- আন্দোলন ময়মনসিংহের এক নম্বর ইস্যু এবং ময়মনসিংহবাসীর প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়েছে। ময়মনসিংহের প্রতিটি নাগরিক সংগঠনই বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার এবং বিভিন্নভাবে একটি নাগরিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারের কন্যাশিশু দিবস উদযাপনের

অনুষ্ঠানটি পরিণত হলো ব্রহ্মপুত্র বাঁচাও আন্দোলনে। 'কন্যাশিশুর অগ্রগতি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার-বাংলাদেশ, ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজ ইউনিট ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে আয়োজন করে পথসভা ও মানববন্ধন। কন্যাশিশুর অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের সমৃদ্ধির যেমন একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, তেমন পরিবেশ তথা নদী সংরক্ষণের সাথেও দেশের অগ্রগতির রয়েছে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। এই বিষয়টি তুলে ধরেন ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের ইয়ূথ লিডাররা। এজন্য প্রশাসনসহ সকল স্তরের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে ব্রহ্মপুত্র বাঁচানোর দাবিতে মানববন্ধন করা হয়। আয়োজনটি সুধী মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

নেত্রকোনা জেলায় মেধাবী কন্যাশিশুদের বিশেষ উদ্দীপনা প্রদান

শৈশব থেকেই গুণের মর্যাদা পেতে থাকলে জ্ঞান ও গুণ লাভের ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। এভাবেই একজন শিশু ধীরে ধীরে একজন গুণীজনে পরিণত হয়। এ উপলব্ধি থেকে এবারের কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে নেত্রকোনা সদর উপজেলা প্রশাসন, কন্যাশিশু এ্যাডভোকেসি ফোরাম এবং সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর যৌথ উদ্যোগে উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অদম্য মেধাবী ১০ জন কন্যাশিশুকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নেত্রকোনা সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জাকিয়া পারভীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন নেত্রকোনা জেলা সুজন সভাপতি প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্যামলেন্দু পাল। এছাড়াও বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক যতীন সরকারসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কাশিল বটতলায় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালন

টাঙ্গাইলের কাশিল বটতলায় 'স্বাধীন কিন্ডারগার্টেন' এর উদ্যোগে পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১২। দিবস উপলক্ষে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি ইউনিয়নের কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এসে শেষ হয়। র‍্যালি পরবর্তী আলোচনা সভায় দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তারা বলেন, ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, সবাই মানুষ। সুতরাং মানুষ হিসেবে ছেলেদের সাথে কন্যাদেরও সমাজ তথা রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বক্তাগণ আরও বলেন, সুযোগ পেলে সবাই তার মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে। উদাহরণ হিসাবে এভারেস্ট বিজয়ী দুই নারীর কথা তারা উল্লেখ করেন। আলোচনাসভা শেষে শিশুদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

গাইবান্ধায় কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে অঙ্গীকার

গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি ইউনিয়নে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, শিক্ষক, আইনজীবী, উন্নয়নকর্মীসহ প্রায় ২৫০ জনের অংশগ্রহণে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তারা কন্যাশিশুদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। এছাড়াও কন্যাশিশুদের নির্বিঘ্নে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে উপস্থিত সকলকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

রংপুরের বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নানামুখী কর্মসূচি

রংপুর শহরের বেগম রোকেয়া বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নপত্রে কন্যাশিশুদের অধিকার, তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন রাখা হয়। তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি গ্রুপ থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী মোট নয়জন বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে আলোচনা সভা এবং বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

এছাড়া জেলার বিভিন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তাগণ বর্তমানে কন্যাশিশুদের কি অবস্থা, কেন এ অবস্থা, কিভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে – সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও কী কী পদক্ষেপ এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানো যাবে – এ বিষয়ে আলোকপাত করেন। সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, উন্নয়নকর্মী, নারীনেত্রীসহ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত থেকে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন।

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কন্যাশিশুর প্রতি নেতিবাচক মানসিকতা পরিবর্তনের আহ্বান

নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নে 'কন্যাশিশুর অগ্রগতি : বাংলাদেশের সমৃদ্ধি', "সুযোগ চাই, বাধা নয়: করব আমি বিশ্ব জয়" এই সব – শ্লোগানকে সামনে রেখে উদযাপিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস, ২০১২। আলোচনা সভায় বক্তাগণ উল্লেখ করেন, ছেলেশিশু ও কন্যাশিশু সমাজ ও জাতির উন্নয়নের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, আমাদের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে কন্যাশিশুদের আমরা অবহেলার চোখে দেখি, তাদের প্রতি বঞ্চনা ও বৈষম্যের বেড়াজাল তৈরি করে সকল প্রকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু এর অবসান হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কন্যাশিশুর প্রতি অবহেলা নির্মূল করতে হবে।

গাইবান্ধায় অনুষ্ঠিত হলো চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কন্যাশিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় গাইবান্ধা সদর উপজেলায়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০ কিশোর-কিশোরী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তাগণ পড়াশুনার পাশাপাশি কন্যাশিশুদের মেধা বিকাশের জন্য বিভিন্ন সংগঠনের সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। সভায় বাল্যবিবাহ বন্ধ ও কন্যাশিশুদেরকে দেশ ও জাতি গঠনে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। আলোচনা শেষে চিত্রাঙ্কান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ১৫ জন বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

রংপুরের গজঘন্টে বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন বন্ধে আলোচনা সভা

রংপুর জেলার সদর উপজেলার গজঘন্টা স্কুল এন্ড কলেজে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১২ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২০০ অংশগ্রহণকারী আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বক্তাগণ নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ বন্ধে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারা মনে করেন, বাল্যবিবাহ একটা জীবনকে স্থবির করে দেয়। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সকল বিবেকবান মানুষকে সোচ্চার হবার আহ্বান জানান তারা। আলোচনা সভা শেষে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি ইউনিয়ন এর প্রায় প্রতিটি সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

বৃহত্তর কুমিল্লার বিভিন্ন স্থানে পালিত হল কন্যাশিশু দিবস

কুমিল্লা জেলাসহ বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলের ৪ টি জেলার ১৫টি স্থানে আলোচনা সভা ও রচনা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপন করা হয়। জেলাগুলোর মধ্যে ছিলো ও কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও চাঁদপুর। মূলত: কন্যাশিশুদের গুরুত্ব ও সমাজ উন্নয়নে তাদের প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করাই ছিলো এসব আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। দিবসটি পালনের মাধ্যমে ছেলেশিশুদের পাশাপাশি কন্যাশিশুদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রতি স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ উপলক্ষে 'সমাজ উন্নয়নে কন্যাশিশুদের ভূমিকা' এক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদেরকে পুরস্কার হিসেবে বই প্রদান করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীসহ উন্নয়নকর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

নানা কর্মসূচির মাধ্যমে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে কন্যাশিশু দিবস পালন

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রাম মহানগরীতে অনুষ্ঠিত হয় র‍্যালি ও আলোচনা সভা। এ সব অনুষ্ঠানে স্থানীয় দুই শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। এছাড়া চট্টগ্রাম অঞ্চলের পনেরটি স্থানে ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০১২ উদযাপিত হয়। জেলা প্রশাসক, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ সকল কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আলোচকগণ কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানান

এবং নির্যাতনের শিকার শিশুরা যাতে সুষ্ঠু বিচার পায়, সেটি নিশ্চিত করার জন্য সর্বস্তরের জনসাধারনের প্রতি আহ্বান জানান।

কক্সবাজার সদরে কন্যাশিশু দিবস উদযাপন

কক্সবাজারারের জেলা প্রশাসক, পৌর মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কক্সবাজার সদরে উদযাপিত হয় কন্যাশিশু দিবস। প্রায় তিন শতাধিক মানুষের অংশগ্রহণে র‍্যালি ও আলোচনা সভার অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত বক্তাগণ বলেন, কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়িত করতে হলে ক্ষমতায়ন সম্পর্কে নারী-পুরুষ সকলেরই স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে সমাজ বেশিদূর চলতে পারে। তাই কন্যাশিশুদের উন্নয়ন জাতির সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত ।

কক্সবাজারের চকরিয়ায় কন্যাশিশু র প্রতি যত্নশীল হওয়ার আহ্বান

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া পৌরসভায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রায় শতাধিক লোকের উপস্থিতিতে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। সভায় বক্তাগণ বলেন, সুন্দর ও সমৃদ্ধ জাতি গড়তে হলে কন্যাশিশু র ক্ষমতায়ন সম্পর্কে নারী-পুরুষ সকলেরই স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। মানুষ যেমন শরীরে একটা অংশের পঙ্গুত্ব নিয়ে ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারে না, তেমনি সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়েও সমাজ বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না। তাই সুখী সমৃদ্ধিশালী জাতি তথা দেশ গড়ার জন্য শিক্ষিত, সচেতন ও শক্তিশালী নারী সমাজ গড়তে সকলেরই কন্যাশিশুর প্রতি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। আর এ উদ্যোগ হোক নিজ পরিবার এবং নিজের গ্রাম থেকে।

ক্ষুধামুক্ত বদরখালী ইউনিয়ন গড়ে তোলার আহ্বান

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার বদরখালী ইউনিয়নে প্রায় ১৫০জনের উপস্থিতিতে র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপিত হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বদরখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব নুরে হোসাইন আরিফ, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, বিভিন্ন পেশার নারী-পুরুষসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। আলোচনা সভায় বক্তাগণ বলেন, শহুরে কন্যাশিশুর তুলনায় গ্রামীন কন্যাশিশুরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সচেতনতাসহ সকল ক্ষেত্রে অনেক বেশি পিছিয়ে আছে। নির্যাতিতের সংখ্যাও গ্রামে অনেক বেশি। যার ফলে গ্রামে উন্নয়নের মাত্রা ধীর গতির। উন্নয়নের মাত্রাকে গতিশীল করতে হলে কন্যাশিশু ও নারীর ক্ষমতায়নের বিকল্প নেই। তাঁরা 'কন্যাশিশুর সমৃদ্ধি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'- এ শ্লোগানকে ধারণ করে ক্ষুধামুক্ত বদরখালী ইউনিয়ন তথা বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ব্যতিক্রমী আয়োজনে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে কন্যাশিশু দিবস পালন

পার্বত্য জেলা পরিষদের কাউন্সিলর, বিভিন্ন পেশার নারী পুরুষসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। যেখানে রাঙ্গামাটির নিজস্ব সংস্কৃতির গান, নৃত্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয় নারী ও কন্যাশিশুদের চলমান জীবন যাত্রার এক প্রতিচ্ছবি। এ সময় রাঙ্গামাটির সদর উপজেলার ফিসারী ঘাট এলাকায় প্রায় শতাধিক অংশগ্রহণকারীর মধ্যে আবেগময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। একইভাবে খাগড়াছড়িতেও আয়োজন করা আলোচনা সভার। সভায় বক্তারা বলেন, উন্নয়নের প্রথম এবং প্রধান শর্ত শক্তিশালী জাতি গঠন। আজকের কন্যাশিশু আগামীর দিনের মা, সুতরাং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে কন্যাশিশুর অধিকার সুরক্ষার বিকল্প নেই।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১২ উদযাপনে সহযোগী সংগঠনের কার্যক্রমঃ

ফ্রয়েবেল এডুকেশন এন্ড স্কুল সোসাইটি

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০১২ উপলক্ষে ফ্রয়বেল এডুকেশন এন্ড স্কুল সোসাইটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতাটি মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। কবি নজরুল কেয়ার একাডেমী, শতদল কিন্ডারগার্টেন এন্ড হাইস্কুল, প্রথম আলো মডেল হাইস্কুল, লালকুঠী জুনিয়র হাইস্কুল, প্রভাতফেরী কিন্ডারগার্টেন, ডলফিন কিন্ডারগার্টেন, গোল্ডেন ফিউচার মডেল স্কুলসহ প্রতিযোগিতায় মিরপুরের বিভিন্ন স্কুলের মোট ১৯৬জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয়।

এএসডি

এসিস্ট্যান্ট ফর স্ল্যাম ডুয়েলার্স-এএসডি 'ডিসিএইচআর' প্রকল্পের উদ্যোগে প্রী-স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১২ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করাই ছিলো এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। আলোচনা সভায় বক্তাগণ শিশুদের প্রতি যত্নবান হওয়া, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দেওয়া এবং শিশুদের শারীরিক নির্যাতন না করার আহ্বান জানিয়ে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। আলোচনা সভায় ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, এসএমসি সভাপতি, অভিভাবকসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ

'ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ' দেশের বিভিন স্থানে 'কন্যাশিশুর অগ্রগতি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' – এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই সকল কর্মসূচিসমূহের মধ্যে ছিলো আলোচনা সভা, র‍্যালি, নাটক, একক অভিনয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কন্যাশিশুর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা, জাতীয় কন্যাশিশু দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরাই ছিল এ সকল কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। এছাড়া কর্মসূচিতে শিক্ষামূলক সিসিমপুর সিরিয়াল দেখানো হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারন সম্পাদিকা, প্রোগ্রাম সম্পাদিকা, প্রধান

শিক্ষিকা, সহ-প্রধান শিক্ষিকা ও সহকারী শিক্ষিকাবৃন্দ। বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে বলেন যে, কন্যাশিশু দের জন্য ঝুঁকিমুক্ত পরিবেশ ও সম অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আর এজন্য সবার আগে প্রয়োজন পরিবারিক ও সামাজিক বৈষম্যহীন, বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। কন্যাশিশুর অগ্রগতি নিশ্চিত হলেই বাংলাদেশের প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব হবে। নির্ধারিত আলোচক ছাড়াও সভায় পঞ্চম শ্রেণীর দু'জন ছাত্রী তাঁদের মনের অনুভূতি প্রকাশ করে। বিভিন্ন স্থানের নার্সারী স্কুল, কিশোর-কিশোরী স্কুল, অবৈতনিক স্কুলের শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীবৃন্দ এবং আউটার স্টেডিয়ামের বেশকিছু কিশোরী এ সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

কারিতাস বাংলাদেশ

গত ২ অক্টোবর, ২০১২ 'কারিতাস বাংলাদেশ' তাদের কর্ম এলাকায় কন্যাশিশুদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তিগত অধিকার অর্জনের লক্ষে প্রচারাভিযান পরিচালনার জন্য 'কন্যাশিশুর অগ্রগতি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'– এই শ্লোগানকে সামনে রেখে কারিতাসের কর্ম এলাকা বরিশালের সদর, উজিরপুর, বাকেরগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জ, নারায়নগঞ্জের রুপগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জের সরাজদিখান, লৌহজং, গাজীপুরের সদর, কালিগঞ্জ, খুলনার ডুমুরিয়া সহ বিভিন্ন স্থানে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। এ সকল কর্মসূচিতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিসহ প্রায় ২১ হাজার নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে সেইফ হোমের শিশুদের নিয়ে আয়োজন করা হয় এক আলোচনা সভা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। দিবসের তাৎপর্যকে প্রাধান্য দিয়ে আলোচকবৃন্দ বলেন, সমাজে কন্যাশিশুরা অবহেলিত, ছেলেদের তুলনায় তারা কম মর্যাদা পায়, কম মজুরী পায়, লেখাপাড়ার সুযোগ কম পায় এবং কোন কাজে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয় না – এ সকল বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয় এবং এর প্রতিকারের উপায়সমূহ খুঁজে বের করার ওপর আলোকপাত করা হয়। সভায় উপস্থিত শিশুদের অঙ্গীকার করানো হয় যে, শিশুরা পড়ালেখা শিখে নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াবে এবং কর্মস্থানের মাধ্যমে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হবে। আলোচনা সভা শেষে 'বিভিন্ন পর্যায়ে কন্যাশিশু নির্যাতন' বিষয়ে সেইফ হোমের সকল শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। দু'ভাগে বিভক্ত করে মোট ৬ জন শিশুকে পুরস্কৃত করা হয়।

সমাপ্ত

.....